

ব্রত কাকে বলে ?

যে কর্ম বা ক্রিয়া এর ফলে একাগ্রশক্তি, সম্পূর্ণতারশক্তি, নরিজরারশক্তি, সাধন শক্তি, মনো শক্তি, ধর্যশক্তি, সহশক্তি, মনোন শক্তি, বুদ্ধি-ববিকে দীপ্তমান হয় তাকেই ব্রত বলে ।

শাস্ত্রবে বহু প্রকার ব্রতের কথা লখো আছে , তারমধ্যে সদ্ধি অনুসারে কর্মকান্ডের (কামনা পূরণের)

জন্যে :- " সকাম ব্রত "

আর জ্ঞান কাণ্ডের (ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা মোক্ষের) জন্যে :- " নস্কাম ব্রত "

এই " নস্কাম ব্রত " বা " সকাম ব্রত " এর দুটো ভাগ আছে :-

1. খণ্ডিত ব্রত (যাহা সম্পূর্ণ করা যাই নি, যে কোনও কারণেই ভঙ্গ বা বহিন হয়ছে - পূর্ণ হয় নি)
 2. অখণ্ড ব্রত (যতই বাধা আসুক বা হাজার বহিন সত্বেও ব্রত সম্পূর্ণ করা হয়ছে)
- যে কোনও ক্ষতেরই "খণ্ডিত ব্রত " অশুভ ফলদাতা হয় আর "অখণ্ড ব্রত" সদ্ধিদাদা হয় । তাই এখানে আমরা "খণ্ডিত ব্রত " নস্কাম আলোচনা করবো না -কারণ ওটা অসুপূর্ণ , তাই এখানে আমরা শুধু সকাম বা নস্কাম ভদে "অখণ্ড ব্রত" নস্কাম আলোচনা করবো ।

.ব্রত কত প্রকার কিকি ?

উত্তর:-

" সকাম ব্রত":- আমাদের নজিদের ইহ জীবনের নানা সমস্যা এর সমাধানের জন্যে শাস্ত্রের কর্মকান্ডের অন্তরগত বহু ব্রতের বধিান আছে -যে গুলো সঠিক শাস্ত্রানুসারে নস্কাম করে করলে অবশই সেই কামনা পূর্তি বা সমস্যা সমাধান হয় । যমেন :- দূর্গা ব্রত, কালী ব্রত , বপিদতারিনী ব্রত , ধর্মরাজ ব্রত , সন্তোষীমাতা ব্রত , শবিচতুর্দশী ব্রত ইত্যাদি বহু প্রকারের ব্রত আছে ।

" নস্কাম ব্রত":- আমাদের নজিদের মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভের পথের সাধন জীবনের নানা সমস্যা এর সমাধানের জন্যে শাস্ত্রের জ্ঞানকান্ডের অন্তরগত বহু ব্রতের বধিান আছে -যে গুলো সঠিক শাস্ত্রানুসারে নস্কাম করে করলে অবশই সেই মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভের পথের সাধন জীবনের নানা সমস্যা এর অবশ্যই সমাধান হয় । যমেন:- পক্ষা ব্রত , চন্দ্রায়ণ ব্রত , পক্ষী ব্রত , মাধুকরী ব্রত , আসন ব্রত , জপ ব্রত , পুনশ্চরণ ব্রত ইত্যাদি বহু প্রকারের ব্রত আছে ।

তবে " সকাম ব্রত " এর শক্তি আমাদের সমাজ সংসারের বহু জনের কাছ থেকেই পাওয়া যায় কনিতু "নস্কাম ব্রত" এর শক্তি একমাত্র শাস্ত্র ও গুরুমুখী ।